#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

EDITORIAL EXPLAINED

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

06th July to 11th July 2026

INDEX

1. **সাধারণ অধ্যয়ন ২** — **01**
   - 1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা — 01
     - 1.1.1. ভোট দেওয়ার অধিকারকে কি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত? — 01
     - 1.1.2. ভারতের সমবায় ক্ষেত্র: শ্রমিক-কেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেলের অভিমুখে — 04
     - 1.1.3. গোপনীয়তা, উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা — 09
     - 1.1.4. শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা — 11

2. **সাধারণ অধ্যয়ন ৩** — **17**
   - 2.1. পরিবেশ — 17
     - 2.1.1. সংরক্ষণের সাফল্য থেকে সংরক্ষণের নিরাপত্তার পথে: এশীয় সিংহের জন্য দ্বিতীয় আবাসস্থলের প্রয়োজন — 17
     - 2.1.2. উন্নয়ন বনাম পরিবেশ: ওয়ায়ানাদে মেগা-প্রকল্পগুলিকে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন — 21

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভোট দেওয়ার অধিকারকে কি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত?

খবরের শিরোনামে কেন?

সুপ্রিম কোর্ট ভোটদানকে একটি **সংবিধিবদ্ধ অধিকার** (statutory right) হিসেবে গণ্য করা অব্যাহত রাখলেও, তার নিজস্ব বিচারশাস্ত্র (jurisprudence) ক্রমান্বয়ে ভোটদানের বিভিন্ন দিককে সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে, যা একটি **সাংবিধানিক বিরোধাভাস** (constitutional paradox) বা হেঁয়ালির সৃষ্টি করেছে।

ভূমিকা

ভোটদান হলো গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি, যা নাগরিকদের **জনগণের সার্বভৌমত্ব** (popular sovereignty) প্রয়োগ করতে সক্ষম করে। যদিও ভারত **অনুচ্ছেদ** 326 (Article 326) এর অধীনে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার (universal adult suffrage) প্রদান করে, তবুও সুপ্রিম কোর্ট ভোটদানকে একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। তবে সাম্প্রতিক বিচার বিভাগীয় অগ্রগতিগুলো এর সাংবিধানিক চরিত্রকে সম্প্রসারিত করেছে, যা এটিকে একটি **মৌলিক অধিকার** (fundamental right) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিকে জোরালো করে তুলেছে।

সাংবিধানিক ও আইনি কাঠামো

- **অনুচ্ছেদ** 324 (Article 324): সংসদ, রাজ্য আইনসভা এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির পদের নির্বাচনের তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা **ভারতের নির্বাচন কমিশনের** (ECI) ওপর ন্যস্ত করে।
- **অনুচ্ছেদ** 325 (Article 325): নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সমতা নিশ্চিত করতে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা লিঙ্গের ভিত্তিতে ভোটার তালিকা থেকে কাউকে বাদ দেওয়া নিষিদ্ধ করে।
- **অনুচ্ছেদ** 326 (Article 326): **সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার** (Universal Adult Suffrage) বাধ্যতামূলক করে, যার ফলে সাংবিধানিক অযোগ্যতা সাপেক্ষে ১৮ বছর এবং তার বেশি বয়সী প্রত্যেক নাগরিককে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন**, 1950 (Representation of the People Act, 1950): ভোটার তালিকা তৈরি ও সংশোধন, আসন বরাদ্দ এবং সীমানা নির্ধারণ (delimitation) সংক্রান্ত বিধান সরবরাহ করে।
- **জনপ্রতিনিধিত্ব আইন**, 1951 (Representation of the People Act, 1951): নির্বাচন পরিচালনা, প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, নির্বাচনী বিরোধ, দুর্নীতিমূলক আচরণ এবং নির্বাচনী অপরাধগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

ভোট দেওয়ার অধিকারের ওপর বিচার বিভাগীয় অবস্থানের বিবর্তন

Phase I: **ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি – ভোটদান একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার**

1. **এন.পি. পুন্নুস্বামী বনাম রিটার্নিং অফিসার** (N.P. Ponnuswami v. Returning Officer): সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে ভোট দেওয়ার এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার, যা নির্বাচন আইন দ্বারা তৈরি এবং এটি কোনো মৌলিক বা সাধারণ আইনের (common law) অধিকার হিসেবে গ্যারান্টিযুক্ত নয়।

2. **জ্যোতি বসু বনাম দেবী ঘোষাল (Jyoti Basu v. Debi Ghosal):** বিচারপতি ও. চিন্নপ্পা রেড্ডি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন যে ভোটদান গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য হলেও, এর আইনি উৎস সংবিধানের চেয়ে আইনের (statute) মধ্যেই বেশি নিহিত রয়েছে।
3. **কুলদীপ নায়ার বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (Kuldip Nayar v. Union of India):** আদালত এই রায় দিয়েছে যে গণতন্ত্র সংবিধানের **মৌলিক কাঠামোর (Basic Structure)** অংশ, তবে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেওয়ার অধিকারটি জনপ্রতিনিধিত্ব আইন থেকে আসে, সংবিধানের Part III (তৃতীয় খণ্ড) থেকে নয়।

Phase II: **ভোটদানের সাংবিধানিকীকরণ**

1. **জানার অধিকার (Right to Know)**

   ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (Union of India v. Association for Democratic Reforms): আদালত স্বীকার করেছে যে ভোটারদের **অনুচ্ছেদ** 19(1)(a) [Article 19(1)(a)] এর অধীনে প্রার্থীদের অপরাধমূলক অতীত, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিক সম্পদ জানার একটি মৌলিক অধিকার রয়েছে, যা সচেতনভাবে নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

2. **সচেতন ভোটদান (Informed Voting)**

   পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (People's Union for Civil Liberties v. Union of India): ভোটদানের প্রক্রিয়াটি সংবিধিবদ্ধ—এই কথাটি পুনর্ব্যক্ত করার পাশাপাশি আদালত রায় দিয়েছে যে একটি সচেতন নির্বাচনী সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা অনুচ্ছেদ 19(1)(a) এর অধীনে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সুরক্ষিত।

3. **নোটা (NOTA) রায়**

   পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল Liberties বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (People's Union for Civil Liberties v. Union of India): আদালত NOTA (None of the Above) বা 'ওপরের কেউই নন' বিকল্পটি প্রবর্তন করে এবং রায় দেয় যে সমস্ত প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করার এবং ব্যালটের গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার হলো এক ধরণের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি, যা অনুচ্ছেদ 19(1)(a) দ্বারা সুরক্ষিত।

4. **সাম্প্রতিক পরিবর্তন (Recent Shift)**

   অনুপ বারনওয়াল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (Anoop Baranwal v. Union of India): যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ভোটদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেনি, তবে বিচারপতি অজয় রাস্তোগি এই ধরণের স্বীকৃতির পক্ষে মত দিয়েছিলেন এবং সংবিধান বেঞ্চের পক্ষ থেকে ভোটদানকে বারবার একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা একটি বিবর্তনশীল বিচার বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত দেয়।

কেন ভোটদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত

1. **গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে (Strengthens Democracy):** ভোটদান হলো প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি, যা দেশের শাসনে প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করে।
2. **মৌলিক কাঠামো তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Consistent with the Basic Structure Doctrine):** যেহেতু গণতন্ত্র এবং মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ, তাই ভোট দেওয়ার অধিকার—যা গণতন্ত্র পরিচালনার মাধ্যম—সাংবিধানিক সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য।
3. **জনগণের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে (Protects Popular Sovereignty):** ভোট দেওয়ার অধিকার নাগরিকদের পর্যায়ক্রমিক ব্যবধানে তাদের প্রতিনিধিদের বেছে নেওয়ার এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করার মাধ্যমে "আমরা, ভারতের জনগণ" (We, the People) নীতিটিকে বাস্তব রূপ দেয়।

4. **শক্তিশালী সাংবিধানিক সুরক্ষা প্রদান করে (Provides Stronger Constitutional Protection):** ভোটদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তা খামখেয়ালীভাবে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী সুরক্ষা প্রদান করবে এবং নির্বাচনী অধিকারের বৃহত্তর বিচার বিভাগীয় সুরক্ষাকে সক্ষম করবে।
5. **অনুচ্ছেদ 326-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (Aligns with Article 326):** যেহেতু অনুচ্ছেদ 326 সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের গ্যারান্টি দেয়, তাই নাগরিকের ভোট দেওয়ার যোগ্যতা বা অধিকার সংবিধান থেকেই আসে, যেখানে নির্বাচন আইনগুলো কেবল এর প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে।
6. **নির্বাচনী সততা বৃদ্ধি করে (Enhances Electoral Integrity):** ভোটদানের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করবে, যার ফলে গণতান্ত্রিক বৈধতা আরও সুদৃঢ় হবে।

ভোট দেওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার পক্ষে যুক্তি

1. **সাংবিধানিক অভিপ্রায় (Constitutional Intent):** গণপরিষদ (Constituent Assembly) সচেতনভাবেই Part III-এর অধীনে ভোট দেওয়ার অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেনি, যা নির্দেশ করে যে এটিকে সংসদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সংবিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবেই রাখার ইচ্ছা ছিল।
2. **আইনসভার নমনীয়তার প্রয়োজনীয়তা (Need for Legislative Flexibility):** ভোটদানকে সংবিধিবদ্ধ অধিকার হিসেবে রাখলে তা পরিবর্তিত চাহিদার প্রেক্ষিতে সংসদকে ভোটার তালিকা, বয়স, বাসস্থান, অযোগ্যতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্বাচনী আইনগুলো সংশোধন করার নমনীয়তা প্রদান করে।
3. **অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ঝুঁকি (Risk of Excessive Judicial Intervention):** যদি ভোটদান একটি মৌলিক অধিকার হয়ে ওঠে, তবে রুটিনমাফিক নির্বাচনী বিরোধগুলো অনুচ্ছেদ 32 এবং 226-এর অধীনে ক্রমবর্ধমানভাবে চ্যালেঞ্জ করা হতে পারে, যা নির্বাচন প্রশাসনে বৃহত্তর বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের দিকে পরিচালিত করবে।
4. **নির্বাচন পরিচালনায় ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ (Practical Challenges in Election Management):** ভোটদানকে মৌলিক অধিকারে বিস্তৃত করার ফলে মামলা-মোকদ্দমা বৃদ্ধি পেতে পারে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা তৈরি হয়ে নির্বাচন পরিচালনাকে জটিল করে তুলতে পারে।
5. **বিদ্যমান সাংবিধানিক সুরক্ষাই পর্যাপ্ত (Existing Constitutional Safeguards Are Adequate):** সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই ভোটদানের মূল দিকগুলো—যেমন সচেতন সিদ্ধান্ত, ব্যালটের গোপনীয়তা এবং NOTA—সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে, যা ভোটদানকে আনুষ্ঠানিকভাবে মৌলিক অধিকারে উন্নীত না করেই যথেষ্ট সুরক্ষা প্রদান করে।
6. **সাংবিধানিক অস্পষ্টতার সুযোগ (Scope for Constitutional Ambiguity):** ভোটদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তা সাংবিধানিক অধিকার এবং সংবিধিবদ্ধ নির্বাচনী নীতিমালার মধ্যকার পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে তুলতে পারে, যা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (judicial review) এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পরিধি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি করবে।

বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত: তুলনামূলক সাংবিধানিক আইনে ভোট দেওয়ার অধিকার (Global Perspective: Right to Vote in Comparative Constitutional Law)

দেশ (Country)	ভোটের অধিকারের মর্যাদা (Status of Right to Vote)	মূল বৈশিষ্ট্য (Key Feature)
দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)	সুস্পষ্ট মৌলিক অধিকার (Explicit Fundamental Right)	সংবিধান স্পষ্টভাবে ভোটদান এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দেয়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States)	সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত (Constitutionally Protected)	একাধিক সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটাধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে।

জার্মানি (Germany)	সাংবিধানিক অধিকার (Constitutional Right)	ভোটদানকে গণতান্ত্রিক শাসনের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

করণীয় বা ভবিষ্যতের পথ (Way Forward)

1. **বিচার বিভাগীয় অবস্থান পুনর্বিবেচনা করা (Revisit Judicial Position):** সুপ্রিম কোর্ট তার বিবর্তনশীল বিচারশাস্ত্রের আলোকে আগের নজিরগুলো পুনর্বিবেচনা করতে পারে, যা ক্রমান্বয়ে ভোটদানের বিভিন্ন দিককে সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে।
2. **ভোটার তালিকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা (Strengthen Electoral Roll Management):** ভোটারদের ভুলভ্রান্তিমূলক অন্তর্ভুক্তি বা বাদ পড়া রোধ করতে প্রযুক্তি-চালিত যাচাইকরণ, নিয়মিত তালিকা সংশোধন এবং শক্তিশালী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
3. **ভোটারের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা (Enhance Voter Participation):** সার্বজনীন এবং কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ভোটার সচেতনতা, সহজগম্য পোলিং অবকাঠামো এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনী অনুশীলনের প্রসার ঘটানো উচিত।
4. **আইনসভার নমনীয়তার সাথে সাংবিধানিক সুরক্ষার ভারসাম্য রক্ষা করা (Balance Constitutional Protection with Legislative Flexibility):** দক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংসদকে যোগ্যতা, অযোগ্যতা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি ভোট দেওয়ার মূল অধিকারটিকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন।
5. **নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা (Strengthen Electoral Institutions):** মুক্ত ও নিরপেক্ষ নির্বাচনকে সুরক্ষিত রাখতে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।
6. **গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা গভীর করা (Deepen Democratic Accountability):** জনগণের আস্থা এবং গণতান্ত্রিক বৈধতাকে আরও শক্তিশালী করতে বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বচ্ছতা, সচেতন ভোটদান এবং নির্বাচনী সংস্কারের প্রসার ঘটানো উচিত।

উপসংহার (Conclusion)

সুপ্রিম কোর্ট প্রগতিশীলভাবে ভোটদানের মূল দিকগুলোকে সাংবিধানিক রূপ দিয়েছে, যার ফলে সংবিধিবদ্ধ এবং সাংবিধানিক অধিকারের মধ্যকার পার্থক্য ক্রমবর্ধমানভাবে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভোট দেওয়ার অধিকারকে একটি সাংবিধানিক গ্যারান্টি হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তা নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি ভারতের গণতান্ত্রিক বৈধতাকে আরও শক্তিশালী করবে।

Q. The right to vote is presently a statutory right in India, yet several of its essential components have received constitutional protection through judicial interpretation. Examine whether the right to vote should be recognised as a fundamental right. 15 marks

1.1.2. ভারতের সমবায় ক্ষেত্র: শ্রমিক-কেন্দ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেলের অভিমুখে

ভূমিকা

সহযোগিতা মন্ত্রক (২০২১)-এর প্রতিষ্ঠা বাজার দক্ষতার সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভারসাম্য রক্ষা করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, শ্রমিক-কেন্দ্রিক এবং গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন মডেল হিসেবে সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার প্রতি ভারতের নতুন করে মনোযোগ দেওয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত করে।

সমবায় কী?

একটি সমবায় হলো স্বেচ্ছায় গঠিত, **সদস্যদের মালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত** একটি উদ্যোগ, যা যৌথ মালিকানা এবং পারস্পরিক সুবিধার মাধ্যমে এর সদস্যদের সাধারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমবায়ের মূল নীতিসমূহ

1. **স্বেচ্ছামূলক এবং উন্মুক্ত সদস্যপদ:** কোনো বৈষম্য ছাড়াই সমস্ত যোগ্য ব্যক্তির জন্য সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকে, যা ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় সমবায়ে যোগদান বা ত্যাগ করার অনুমতি দেয়।
2. **গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ (এক সদস্য, এক ভোট):** বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্যের সমান ভোটাধিকার থাকে, যা অংশগ্রহণমূলক এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করে।
3. **সদস্যদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ:** সদস্যরা সমবায়ের মূলধনে সমবন্টনমূলক অবদান রাখে এবং এর সুবিধা, ঝুঁকি ও উদ্বৃত্ত একটি ন্যায্য ও স্বচ্ছ উপায়ে ভাগ করে নেয়।
4. **স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতা:** সমবায়গুলো স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে, যা তাদের সদস্যদের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক বা বাহ্যিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকে।
5. **সমবায়গুলোর মধ্যে সহযোগিতা:** দক্ষতা, দরকষাকষির ক্ষমতা এবং যৌথ প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য সমবায়গুলো স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে।
6. **সম্প্রদায়ের প্রতি যত্ন:** অর্থনৈতিক সুবিধা তৈরির পাশাপাশি সমবায়গুলো টেকসই উন্নয়ন এবং তারা যে সম্প্রদায়ের সেবা করে তার সামাজিক কল্যাণের জন্য কাজ করে।

ভারতে সমবায় মডেলের গুরুত্ব

1. **অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি প্রচার করে**

   সমবায়গুলো দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি, লেনদেনের খরচ হ্রাস এবং অর্থনৈতিক সুবিধার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর, দুগ্ধ উৎপাদনকারী, মৎস্যজীবী, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHGs) এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করে।

2. **হাইপার-ক্যাপিটালিজম বা অতি-পুঁজিবাদের বিকল্প প্রদান করে**

   যৌথ মালিকানা, শ্রমিকদের অংশগ্রহণ এবং ভাগ করা লভ্যাংশ প্রচারের মাধ্যমে সমবায়গুলো বাজারের একচেটিয়াকরণ, সম্পদের অসমতা এবং মুনাফা-চালিত অর্থনৈতিক মডেলের দুর্বলতাগুলোর মোকাবিলা করে।

3. **গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থান শক্তিশালী করে**

   প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বহু-পরিষেবামূলক গ্রামীণ উদ্যোগে পরিণত হয়েছে, যা কৃষি, দুগ্ধ, মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।

4. **বাজারের সুযোগ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি উন্নত করে**

   সমবায় যৌথ বিপণন, ব্র্যান্ডিং, মূল্য সংযোজন (value addition), সাশ্রয়ী মূল্যের ঋণ, বীমা এবং সঞ্চয় সহজতর করে, যা সদস্যদের বৃহত্তর বাজার এবং আনুষ্ঠানিক আর্থিক পরিষেবাগুলো ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়।

5. **অর্থনৈতিক গণতন্ত্রকে গভীরতর করে**

   "এক সদস্য, এক ভোট" নীতির উপর ভিত্তি করে সমবায়গুলো গণতান্ত্রিক মালিকানা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করে, যা অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে রোধ করে।

6. **সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন শক্তিশালী করে**

   সদস্য-চালিত শাসন ব্যবস্থা স্থানীয় জবাবদিহিতা, সামাজিক বিশ্বাস এবং অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে নারী-পরিচালিত সমবায় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো (SHGs) উদ্যোক্তা মনোভাব এবং আর্থিক স্বাধীনতা প্রচার করে।

7. **সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম এবং তৃণমূল শাসনকে শক্তিশালী করে**

   সমবায়গুলো বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্র, রাজ্য ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করে, যা উন্নয়নকে আরও অংশগ্রহণমূলক করে তোলে।

8. **টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক উন্নয়ন প্রচার করে**

   জৈব চাষ, টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সম্প্রদায়-নেতৃত্বাধীন সংরক্ষণ এবং যৌথ পদক্ষেপকে উৎসাহিত করে সমবায়গুলো পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে।

সহযোগিতা মন্ত্রকের প্রধান উদ্যোগসমূহ

1. **সহযোগিতা মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা (২০২১)**

   "সহযোগিতার মাধ্যমে সমৃদ্ধি" ভিশন নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রক সমবায় ক্ষেত্রকে শক্তিশালী, আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্য একটি নিবেদিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রদান করে।

2. **প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমিতি (PACS) শক্তিশালীকরণ**

   ডিজিটালাইজেশন, কার্যক্রমের বহুমুখীকরণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং গ্রামীণ উদ্যোক্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে PACS-কে বহু-পরিষেবামূলক গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

3. **জাতীয় মাল্টি-স্টেট সমবায় সমিতিগুলোর প্রচার**

   রপ্তানি, জৈব চাষ, বীজ উৎপাদন এবং মূল্য সংযোজন বৃদ্ধির জন্য নতুন জাতীয় স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা উৎপাদন পরিমাপের সুবিধা (economies of scale) এবং বৃহত্তর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলে।

4. **জাতীয় সহযোগিতা নীতি প্রণয়ন**

   প্রস্তাবিত নীতিটির লক্ষ্য হলো নিয়ন্ত্রক সংস্কার, পেশাদার সক্ষমতা বৃদ্ধি, উন্নত শাসন এবং সমবায়গুলোর ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী রোডম্যাপ প্রদান করা।

5. **একটি ডিজিটাল সমবায় ইকোসিস্টেম তৈরি করা**

   সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা উন্নত করতে মন্ত্রক ডিজিটাল গভর্নেন্স, অনলাইন অ্যাকাউন্টিং, স্বচ্ছতা, ই-কমার্স সংহতকরণ এবং শক্তিশালী বাজার সংযোগের প্রচার করছে।

সমবায় ক্ষেত্রের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

1. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং দুর্বল গণতান্ত্রিক শাসন**

   নির্বাচনী দখলদারি, পৃষ্ঠপোষকতার রাজনীতি এবং নেতৃত্বের একচেটিয়াতো প্রায়শই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর গণতান্ত্রিক কার্যকারিতা এবং স্বায়ত্তশাসনকে খুণ্ণ করে।

2. **দুর্নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা**

   আর্থিক অব্যবস্থাপনা, দুর্বল অডিট ব্যবস্থা, দুর্বল জবাবদিহিতা এবং ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপ সমবায়ের বিশ্বস্ততা এবং কার্যকারিতা হ্রাস করে।

3. **সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজমের সাথে কেন্দ্রীকরণের ভারসাম্য রক্ষা**

   মাল্টি-স্টেট সমবায়গুলোর সম্প্রসারণ রাজ্যগুলোর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন হারানোর উদ্বেগ তৈরি করেছে, যার ফলে জাতীয় সমন্বয় এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

4. **সীমিত পেশাদার এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা**

   অনেক সমবায়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক দক্ষতা, ডিজিটাল অবকাঠামো এবং আধুনিক সাপ্লাই-চেইন ক্ষমতার অভাব রয়েছে, যা তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে।

5. **সীমিত বহুমুখীকরণ এবং বাজারের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা**

   এই ক্ষেত্রটি কৃষি ঋণ এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মতো ঐতিহ্যবাহী কার্যক্রমের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রয়েছে, এবং বড় কর্পোরেট, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ও বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল (global value chains) থেকে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

6. **অপর্যাপ্ত বাজার সংহতকরণ এবং মূল্য সংযোজন**

   দুর্বল ব্র্যান্ডিং, দুর্বল বাজার সংযোগ, সীমিত মূল্য সংযোজন এবং আধুনিক লজিস্টিকসে অপর্যাপ্ত সুযোগ সমবায় উদ্যোগগুলোর বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে সীমিত করে।

তুলনা: সমবায় ক্ষেত্র বনাম হাইপার-ক্যাপিটালিষ্ট বা অতি-পুঁজিবাদী মডেল

ভিত্তি	Hyper-Capitalism	Cooperative Model
প্রধান উদ্দেশ্য	মুনাফা সর্বাধিকীকরণ	সদস্য কল্যাণ এবং যৌথ সমৃদ্ধি
মালিকানা কাঠামো	শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানা	সদস্যদের মালিকানা
সম্পদ বণ্টন	সম্পদের কেন্দ্রীকরণ	সুবিধার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন
বাজার কাঠামো	একচেটিয়া এবং বাজার কেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকৃত এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক অংশগ্রহণ
শ্রমিকের ভূমিকা	শ্রমকে উৎপাদনের একটি খরচ হিসেবে দেখা হয়	শ্রমকে একজন অংশীদার এবং সহ-মালিক হিসেবে গণ্য করা হয়
উন্নয়ন পদ্ধতি	স্বল্পমেয়াদী মুনাফা এবং শেয়ারহোল্ডারদের রিটার্ন	দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি

সেরা অনুশীলন: ভারতের সফল সমবায় মডেলসমূহ

1. Amul – **দুগ্ধ সমবায়ে একটি বৈশ্বিক মানদণ্ড**
   - **বিশ্বের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায়:** Amul সফলভাবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামারিকে একটি সমবায় নেটওয়ার্কের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা এটিকে বিশ্বের বৃহত্তম কৃষক-মালিকানাধীন দুগ্ধ সমবায়ে পরিণত করেছে।
   - **অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মডেল:** এটি প্রদর্শন করে যে কীভাবে সদস্যদের মালিকানা, পেশাদার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, শক্তিশালী ব্র্যান্ডিং এবং দক্ষ সাপ্লাই চেইন উৎপাদকদের ন্যায্য রিটার্ন নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ তৈরি করতে পারে।

2. Shri Mahila Griha Udyog Lijjat Papad – **নারী-নেতৃত্বাধীন সমবায় উদ্যোক্তার একটি মডেল**
   - **নারীদের মালিকানাধীন সমবায় উদ্যোগ:** নারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত, Lijjat Papad যৌথ মালিকানা, জীবিকা সৃষ্টি এবং বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনের মাধ্যমে হাজার হাজার নারীর ক্ষমতায়ন করেছে।

- **সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের মডেল:** এটি দেখায় যে কীভাবে সমবায়গুলো গণতান্ত্রিক শাসন এবং ভাগ করা সমৃদ্ধি বজায় রেখে নারীদের উদ্যোক্তা মনোভাব, আর্থিক স্বাধীনতা, স্ব-কর্মসংস্থান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্প্রদায়ের উন্নয়ন প্রচার করতে পারে।

3. IFFCO **(অ্যাগ্রিটেক ও ইনপুট স্কেল):** বিশ্বের বৃহত্তম মাল্টি-স্টেট সমবায়গুলোর মধ্যে একটি, যা 5 কোটিরও বেশি কৃষককে সেবা প্রদান করে।
   - এটি বিশ্বের প্রথম **ন্যানো-তরল ইউরিয়া** (nano-liquid urea) তৈরি করেছে, যা প্রমাণ করে যে সমবায়গুলো অত্যাধুনিক R&D (গবেষণা ও উন্নয়ন) পরিচালনা করতে পারে, ইনপুট খরচ অপ্টিমাইজ করতে পারে এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে পারে।

করণীয় পথ

1. **স্বায়ত্তশাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসন নিশ্চিত করা**

   গণতান্ত্রিক সদস্য নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহিতার নীতিগুলো রক্ষা করার পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে সমবায়গুলোর স্বায়ত্তশাসন শক্তিশালী করতে হবে।

2. **সহযোগিতামূলক ফেডারেলিজম শক্তিশালী করা**

   একটি সহযোগিতামূলক ফেডারেল কাঠামোর মাধ্যমে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করে জাতীয় সমন্বয় এবং রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

3. **পেশাদারীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি**

   সমবায়ের দক্ষতা এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পেশাদার ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্বের বিকাশ, আর্থিক সাক্ষরতা এবং ডিজিটাল দক্ষতায় বিনিয়োগ করতে হবে।

4. **ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করা**

   স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং বাজার সংযোগ উন্নত করতে ই-গভর্নেন্স, AI-সক্ষম অ্যাকাউন্টিং, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস এবং সমন্বিত সাপ্লাই চেইনের সুবিধা নিতে হবে।

5. **বহুমুখীকরণ এবং বাজারের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি**

   কৃষির বাইরে স্বাস্থ্যসেবা, নবায়নযোগ্য শক্তি, পর্যটন, আবাসন এবং প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক পরিষেবাগুলোর মতো খাতগুলোতে সমবায় সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এর পাশাপাশি ব্র্যান্ডিং, মূল্য সংযোজন, রপ্তানি এবং উৎপাদকদের মালিকানাধীন উদ্যোগগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।

6. **স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা**

   শাসন ব্যবস্থার উন্নতি এবং জনসাধারণের আস্থা অর্জনের জন্য নিয়মিত আর্থিক ও সামাজিক অডিট, ডিজিটাল তথ্য প্রকাশ এবং স্বাধীন নিয়ন্ত্রক তদারকি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।

উপসংহার

সমবায় আন্দোলন রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্র এবং বাজার পুঁজিবাদের মধ্যে একটি মধ্যম পথ অফার করে, যা সামাজিক ইক্যুইটির সাথে অর্থনৈতিক দক্ষতার সমন্বয় ঘটায়। স্বায়ত্তশাসন, পেশাদারিত্ব এবং প্রযুক্তির দ্বারা শক্তিশালী হয়ে সমবায়গুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক এবং টেকসই উন্নয়নের একটি শক্তিশালী চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

Q. The cooperative movement offers an alternative model of economic development based on equity and community participation. Discuss the opportunities and challenges in strengthening India's cooperative sector. 15 Marks

1.1.3. গোপনীয়তা, উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

ভূমিকা (Introduction)

দিল্লি হাইকোর্টের ২০২৬ সালের রায় ভারতের বিচারব্যবস্থায় **বিস্মৃত হওয়ার অধিকার** (Right to be Forgotten - RTBF) সংক্রান্ত আইনশাস্ত্রকে (jurisprudence) আরও শক্তিশালী করেছে। আদালত এটিকে **সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের** (Article 21 - **জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, যার মধ্যে গোপনীয়তা ও মর্যাদার অধিকার অন্তর্ভুক্ত**) একটি সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই যুগান্তকারী রায়টি ডিজিটাল যুগে তথ্যগত গোপনীয়তার (informational privacy) সাথে বাক-স্বাধীনতা (freedom of speech), উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থা (open justice) এবং জনসাধারণের জানার অধিকারের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

বিস্মৃত হওয়ার অধিকার (RTBF) কী? (What is the Right to be Forgotten?)

বিস্মৃত হওয়ার অধিকার (RTBF) হলো কোনো ব্যক্তির এমন একটি আইনি অধিকার, যার মাধ্যমে তিনি ডিজিটাল পাবলিক ডোমেন বা ইন্টারনেট থেকে তাঁর ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলা (removal), সম্পূর্ণ বিলোপ করা (erasure) কিংবা সার্চ ইঞ্জিনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার (de-indexing) দাবি জানাতে পারেন। এই দাবি তখনই করা যায়, যখন সেই তথ্যের ক্রমাগত উপস্থিতি ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয় এবং এটি বজায় রাখার পেছনে কোনো বৈধ জনস্বার্থ (legitimate public interest) অবশিষ্ট থাকে না।

বিস্মৃত হওয়ার অধিকারের (RTBF) বিবর্তন (Evolution of the Right to be Forgotten)

১. **বৈশ্বিক স্বীকৃতি (২০১৪)**

- **গুগল স্পেন এসএল বনাম এইপিডি এবং মারিও কোস্তেজা গঞ্জালেজ (২০১৪)** [Google Spain SL v. AEPD and Mario Costeja González]: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আদালত—**ইউরোপিয়ান কোর্ট অব জাস্টিস** (ECJ) প্রথমবার এই বিস্মৃত হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে সাধারণ নাগরিকেরা সার্চ ইঞ্জিনের ফলাফল থেকে তাদের পুরনো, অপ্রাসঙ্গিক বা ক্ষতিকারক ব্যক্তিগত তথ্য মুছে ফেলার অনুরোধ করার আইনি অধিকার পায়।
- **জিডিপিআর, ২০১৮** (GDPR, 2018): এই অধিকারটিকে পরবর্তীতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের **জেনারেল ডেটা প্রোটেকশন রেগুলেশন** (GDPR)-এর ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে **"মুছে ফেলার অধিকার"** (Right to Erasure) হিসেবে সংবিধিবদ্ধ বা কোডিফাইড করা হয়।

২. **ভারতে সাংবিধানিক স্বীকৃতি (২০১৭)**

- **বিচারপতি কে. এস. পুত্তস্বামী (অবসরপ্রাপ্ত) বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০১৭):** ভারতের সুপ্রিম কোর্ট **গোপনীয়তার অধিকারকে** (Right to Privacy) ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে একটি **মৌলিক অধিকার** (Fundamental Right) হিসেবে ঘোষণা করে। এই রায়ে 'তথ্যগত গোপনীয়তা' (informational privacy)-র ধারণার মাধ্যমে ভারতে RTBF-এর সাংবিধানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৩. **ভিন্নধর্মী বিচারিক দৃষ্টিভঙ্গি (২০১৭-২০২৫)**

- এই সময়কালে ভারতের বিভিন্ন হাইকোর্ট এই বিষয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ বা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল। কিছু আদালত ব্যক্তিগত তথ্য ছদ্মনামকরণ (anonymisation) বা আড়াল করার (masking) অনুমতি দিয়েছিল, পক্ষান্তরে অন্যান্য উচ্চ আদালতগুলি আবার **উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থা** (open justice) এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছিল।

৪. **দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক সুগঠিত আইনশাস্ত্র (২০২৬)**

- **লক্ষ্য বীর সিং যাদব বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া (২০২৬) [Laksh Vir Singh Yadav v. Union of India]:** দিল্লি হাইকোর্ট স্পষ্টভাবে RTBF-কে ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আদালত এই রায়ে **আনুপাতিকতার পরীক্ষা** (proportionality test) প্রবর্তন করে এবং মূল বিচারিক রেকর্ড বা রায় সম্পূর্ণ মুছে ফেলার চেয়ে পক্ষগুলির নাম আড়াল করা (masking) বা ডি-ইনডেক্সিং (de-indexing) করার পক্ষে রায় দেয়।

দিল্লি হাইকোর্টের ২০২৬ সালের রায়ের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **একটি সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে RTBF (RTBF as a Constitutional Right):** আদালত স্পষ্ট করে দেয় যে, বিস্মৃত হওয়ার অধিকারটি **২১ নম্বর অনুচ্ছেদ** থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, যা নাগরিকের তথ্যগত গোপনীয়তা এবং মানুষের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে।

২. **আনুপাতিকতার পরীক্ষা গ্রহণ (Adoption of the Proportionality Test):** আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রতিটি RTBF সংক্রান্ত আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো ত্রাণ বা রায় দেওয়ার আগে গোপনীয়তা, জনস্বার্থ, বৈধ উদ্দেশ্য এবং সবথেকে কম কঠোর বা কম ব্যাঘাতমূলক পদ্ধতি (least restrictive means)-র মধ্যে ভারসাম্য যাচাই করতে হবে।

৩. **মুছে ফেলার চেয়ে নাম আড়াল করার অগ্রাধিকার (Preference for Masking over Deletion):** সম্পূর্ণ বিচারিক রেকর্ড মুছে ফেলার পরিবর্তে আদালত মামলার পক্ষগুলির নাম আড়াল করা (masking) বা সার্চ ইঞ্জিন থেকে বাদ দেওয়ার (de-indexing) পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে মূল রায়টি জনসাধারণের গবেষণার বা আইনি পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত থাকে।

৪. **সময়াবদ্ধ পরিপালন (Time-bound Compliance):** নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকারের দ্রুত সুরক্ষার জন্য অনলাইন আইনি ডেটাবেস এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে আদালতের নির্দেশ পাওয়ার **দুই সপ্তাহের** (two weeks) মধ্যে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৫. **উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থার সাথে ভারসাম্য (Balancing Privacy with Open Justice):** আদালত উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থার নীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। রায়ে বলা হয়েছে যে, মামলাগুলি কেস নম্বর (case number) এবং সাধারণ কিওয়ার্ড বা শব্দ দিয়ে খোঁজা যাবে, শুধুমাত্র নাম দিয়ে খোঁজার (name-based searches) ওপর বিধিনিষেধ থাকবে।

বিস্মৃত হওয়ার অধিকারের (RTBF) তাৎপর্য (Significance of the Right to be Forgotten)

১. **গোপনীয়তার অধিকার রক্ষা করে (Protects the Right to Privacy):** এটি ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের অধীনে থাকা গোপনীয়তার অধিকারকে মজবুত করে এবং নাগরিকদের তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত তথ্যের স্থায়িত্ব ও লভ্যতার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. **মানবিক মর্যাদা সমুন্নত রাখে (Upholds Human Dignity):** এটি মানুষকে জীবনের চিরস্থায়ী **ডিজিটাল কলঙ্ক** (digital stigma) থেকে রক্ষা করে, যাতে তারা অতীতের ভুল বা ঘটনা কাটিয়ে নতুন করে মর্যাদার সাথে বাঁচতে পারে।

৩. **সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা করে (Facilitates Social Rehabilitation):** আদালত থেকে খালাস পাওয়া ব্যক্তি, অপরাধের শিকার বা ভুক্তভোগী (victims), অথবা যারা অতীতের কোনো বিতর্ক মিটিয়ে নিয়েছেন, তাঁদেরকে আজীবন সম্মানহানির হাত থেকে বাঁচিয়ে সমাজে স্বাভাবিকভাবে **পুনর্বাসিত বা অন্তর্ভুক্ত** (reintegrate) হতে এটি সাহায্য করে।

৪. **দায়িত্বশীল ডিজিটাল শাসনকে উৎসাহিত করে (Promotes Responsible Digital Governance):** এটি প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে ডেটা বা তথ্য নৈতিকভাবে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করতে বাধ্য করে এবং এটি নিশ্চিত করে যে কোনো অপ্রাসঙ্গিক বা পুরনো তথ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য জমা রাখা যাবে না।

৫. **সাংবিধানিক মূল্যবোধের মধ্যে ভারসাম্য আনে (Balances Privacy with Constitutional Values):** এটি ডিজিটাল যুগে গোপনীয়তার অধিকারের সাথে নাগরিকদের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার, উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের তথ্য জানার অধিকারের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্য তৈরি করে।

বিস্মৃত হওয়ার অধিকার (RTBF) বাস্তবায়নের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থার সাথে সংঘাত (Balancing Privacy with Open Justice):** তথ্যগত গোপনীয়তা রক্ষা করার পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বা **জুডিশিয়াল ট্রান্সপারেন্সি** (judicial transparency), গণমাধ্যমের বাক-স্বাধীনতা এবং জনগণের জানার অধিকারের আদর্শ বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

২. **প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা (Technological Limitations):** সার্চ ইঞ্জিন থেকে ডি-ইনডেক্সিং (de-indexing) করলেই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট বা ছাপ সম্পূর্ণ মুছে যায় না, কারণ তথ্যগুলি ইন্টারনেট আর্কাইভ, মিরর ওয়েবসাইট (mirror websites) এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংরক্ষিত থেকে যেতে পারে।

৩. **দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (Weak Institutional Framework):** ভারতে একটি সম্পূর্ণ কার্যকর এবং শক্তিশালী **ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড** (Data Protection Board)-এর অভাব এই অধিকারটি সফলভাবে প্রয়োগ ও বলবৎ করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে।

৪. **DPDP আইন, ২০২৩-এর সীমাবদ্ধতা (Limitations of the DPDP Act, 2023):** ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা (DPDP) আইন, ২০২৩-এ ডেটা মুছে ফেলার অধিকারটি খুবই সীমিত এবং কেবল সম্মতি-ভিত্তিক (consent-based)। এটি বিচারিক রেকর্ড, পাবলিক আর্কাইভ বা সামগ্রিক RTBF-এর কাঠামোটিকে সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করে না।

৫. **পদ্ধতিগত এবং নিয়ন্ত্রক অনিশ্চয়তা (Procedural and Regulatory Uncertainty):** তথ্য মুছে ফেলা বা ডি-ইনডেক্স করার অনুরোধগুলি প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য কোনো স্পষ্ট সংবিধিবদ্ধ বা সংজ্ঞায়িত আইনি প্রক্রিয়া না থাকায় একেক ক্ষেত্রে একেক রকম বিচারিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বা ফলাফল সামনে আসছে।

৬. **প্ল্যাটফর্মগুলির পরিপালন এবং প্রয়োগের সমস্যা (Platform Compliance and Enforcement):** গুগল বা অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিন এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির দ্বারা আদালতের নির্দেশ পালনে বিলম্ব বা অনিয়মিত পরিপালন আদালতের রায়ের কার্যকারিতাকে মাঠপর্যায়ে অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

করণীয় বা সামনের পথ (Way Forward)

১. **বহু-স্তরীয় প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা (Establish a Multi-Tier Redressal Mechanism):** একটি বহু-স্তর বিশিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করা দরকার, যেখানে সাধারণ ডি-ইনডেক্সিংয়ের অনুরোধগুলি প্রথমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলি সমাধান করবে, তার ওপর কোনো আপিল থাকলে তা **ডেটা প্রোটেকশন বোর্ড** দেখবে, এবং সাংবিধানিক বা বিচারিক রেকর্ড সম্পর্কিত জটিল মামলাগুলি সরাসরি বিচার বিভাগ (Judiciary) নিষ্পত্তি করবে। এটি জবাবদিহিতা ও সঠিক আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।

২. **একটি অভিন্ন আইনি কাঠামো তৈরি করা (Develop a Uniform Legal Framework):** ভারতের সুপ্রিম কোর্টের উচিত একটি সামগ্রিক ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (guidelines) জারি করা, যাতে ভারতের সমস্ত আদালতে বিস্মৃত হওয়ার অধিকারটি সমান ও অভিন্নভাবে কার্যকর করা যায়।

৩. **DPDP আইন, ২০২৩-কে সম্পূর্ণ সচল করা (Operationalise the DPDP Act, 2023):** এই আইনের অধীনে ঝুলে থাকা নিয়ম ও বিধিগুলি দ্রুত বিজ্ঞাপিত বা নোটিফাই করা উচিত এবং RTBF প্রয়োগের জন্য ডেটা প্রোটেকশন বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৪. **ডি-ইনডেক্সিং প্রক্রিয়ার প্রমিতকরণ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি (Standardise De-indexing and Strengthen Platform Accountability):** সার্চ ইঞ্জিন এবং টেক কোম্পানিগুলির জন্য স্বচ্ছ ডি-ইনডেক্সিং পদ্ধতি নির্ধারণ করা এবং আদালতের নির্দেশ যাতে নির্দিষ্ট সময়ে মানা হয় তার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৫. **অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারের সাথে ভারসাম্য রক্ষা (Balance Privacy with Other Constitutional Rights):** বিস্মৃত হওয়ার অধিকারটি এমনভাবে প্রয়োগ করা উচিত যাতে এটি বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থার ক্ষতি না করে গোপনীয়তা ও মানুষের মর্যাদাকে রক্ষা করতে পারে।

৬. **প্রাইভেসি-বাই-ডিজাইন বা শুরু থেকেই গোপনীয়তা নীতি প্রবর্তন (Promote Privacy-by-Design):** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং প্রযুক্তিগত সিস্টেমগুলি তৈরির সময়ই যাতে তার সফটওয়্যার ডিজাইনের মধ্যে ডেটা মিনিমাইজেশন (ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ), ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক সুরক্ষা এবং সুরক্ষাকবচ অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার জন্য উৎসাহ দেওয়া।

উপসংহার (Conclusion)

বিস্মৃত হওয়ার অধিকার মানুষের তথ্যগত গোপনীয়তা এবং মানবিক মর্যাদাকে শক্তিশালী করে, পাশাপাশি এটি মুক্ত বাক-স্বাধীনতা এবং উন্মুক্ত বিচার ব্যবস্থার ঐতিহ্যকেও অক্ষুণ্ণ রাখে। এই অধিকারের অর্থপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য দেশে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আইনি কাঠামো এবং কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

Q. The Right to be Forgotten reflects the evolving relationship between privacy, technology and constitutional freedoms. Discuss the significance of the recent Delhi High Court judgment and examine the challenges in implementing this right in India. 15 Marks

1.1.4. শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ করার পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা

কেন সংবাদে?

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী **নরেন্দ্র মোদী** ১৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন। একই ধরনের প্রস্তাব **আন্ধ্র প্রদেশ** ও **কর্ণাটক**-ও বিবেচনা করেছে, যা শিশুদের নিরাপত্তা, ডিজিটাল অধিকার এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির জবাবদিহিতা—এই তিনটির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে বিতর্ককে নতুন করে উসকে দিয়েছে।

ভূমিকা

সোশ্যাল মিডিয়ার দ্রুত বিস্তার কিশোর-কিশোরীদের যোগাযোগ, শিক্ষা এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ধরনকে আমূল পরিবর্তন করেছে। যদিও ক্রমবর্ধমান গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার উদ্বেগ (Anxiety), বিষণ্ণতা (Depression) এবং সাইবার বুলিং (Cyberbullying)-এর মতো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, তবুও শুধুমাত্র বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা শিশুদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে—এমন পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। প্রকৃত শাসনব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ শিশুদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণে নয়; বরং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিকে আরও নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করে তোলার মধ্যেই নিহিত।

সোশ্যাল মিডিয়ার গুরুত্ব

১. **সামাজিক সংযোগকে শক্তিশালী করা:** সোশ্যাল মিডিয়া কিশোর-কিশোরীদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে, নতুন সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবং ভৌগোলিক দূরত্ব নির্বিশেষে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

২. **শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি:** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শিক্ষামূলক কনটেন্ট, অনলাইন কোর্স, দক্ষতা উন্নয়নের উপকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক তথ্য সহজলভ্য হয়, যা শিক্ষার সুযোগকে আরও বিস্তৃত করে।

৩. **মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সহায়তা:** সোশ্যাল মিডিয়া কাউন্সেলিং সংক্রান্ত তথ্য, মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারাভিযান এবং সমবয়সীদের সহায়ক গোষ্ঠীর (Peer Support Groups) সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করে দেয়, ফলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সামাজিক কলঙ্ক (Stigma) হ্রাস পায়।

৪. **আত্মপরিচয় গঠন ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ:** অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কিশোর-কিশোরীদের নিজেদের মতামত প্রকাশ, ব্যক্তিগত পরিচয় অন্বেষণ এবং শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ দেয়।

৫. **প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি:** সোশ্যাল মিডিয়া LGBTQIA+ সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিসর তৈরি করে, যা তাদের মানসিক সমর্থন ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সহায়ক।

৬. **নাগরিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** সামাজিক সমস্যা, পরিবেশ সংরক্ষণ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদের জনপরিসরের আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।

৭. **উদ্ভাবন ও ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশ:** সোশ্যাল মিডিয়া উদ্যোক্তা কার্যক্রম, ডিজিটাল মার্কেটিং, ক্রিয়েটর ইকোনমি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে, যা ভারতের দ্রুত বিকাশমান ডিজিটাল অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সোশ্যাল মিডিয়া কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যে কীভাবে প্রভাব ফেলে?

- **উদ্বেগ (Anxiety) ও বিষণ্ণতা (Depression):** নিয়মিত সামাজিক তুলনা (Social Comparison), অনলাইনে স্বীকৃতি (Online Validation) পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার লক্ষণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- **আত্মসম্মানবোধ ও শরীর-সম্পর্কিত ধারণার অবনতি (Poor Self-esteem and Body Image):** আদর্শায়িত জীবনধারা এবং সম্পাদিত (Edited) ছবির অতিরিক্ত উপস্থিতি অবাস্তব সৌন্দর্যের মানদণ্ড তৈরি করে, যা আত্মবিশ্বাস ও নিজের শরীর সম্পর্কে সন্তুষ্টি কমিয়ে দেয়।
- **ঘুমের ব্যাঘাত (Sleep Deprivation):** অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইম, বিশেষ করে ঘুমানোর আগে, স্বাভাবিক ঘুমের ছন্দ (Sleep Pattern) নষ্ট করে এবং ঘুমের মান কমিয়ে দেয়।
- **মনোযোগের সময়কাল হ্রাস (Reduced Attention Span):** স্বল্পদৈর্ঘ্যের (Short-form) কনটেন্ট এবং নিয়মিত নোটিফিকেশনের কারণে দীর্ঘ সময় ধরে মনোযোগ ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যায়।

- **কিছু মিস করে ফেলার ভয় (Fear of Missing Out - FOMO):** অন্যদের কর্মকাণ্ডের নিয়মিত আপডেট দেখে সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকে বাদ পড়ার আশঙ্কা ও উদ্বেগ তৈরি হয়।
- **সাইবার বুলিং (Cyberbullying):** অনলাইন হয়রানি ও অপমানজনক আচরণ কিশোর-কিশোরীদের মানসিক সুস্থতা এবং শিক্ষাগত পারফরম্যান্সের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- **আত্মক্ষতি (Self-harm) ও আত্মহত্যা-সম্পর্কিত কনটেন্ট:** অ্যালগরিদমভিত্তিক সুপারিশ (Algorithmic Recommendations) ঝুঁকিপূর্ণ কিশোর-কিশোরীদের এমন কনটেন্টের সামনে নিয়ে আসতে পারে, যা আত্মক্ষতি বা আত্মহত্যামূলক আচরণকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করে।
- **খাদ্যাভ্যাসজনিত ব্যাধি (Eating Disorder) প্রচারকারী কমিউনিটি:** কিছু অনলাইন কমিউনিটি অস্বাস্থ্যকর ডায়েটিং এবং বিকৃত শরীর-ধারণাকে উৎসাহিত করে।
- **অনলাইন শিকারি (Online Predators):** ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পরিচয় গোপন রাখা ব্যক্তিদের মাধ্যমে শিশুদের প্রলোভন (Grooming), শোষণ এবং নির্যাতনের ঝুঁকি থাকে।
- **ভুয়ো তথ্য (Misinformation) ও ঘৃণামূলক বক্তব্য (Hate Speech):** ভুল তথ্য এবং উগ্রবাদী বা বিদ্বেষমূলক কনটেন্টের সংস্পর্শ ক্ষতিকর বিশ্বাস ও আচরণ গড়ে তুলতে পারে।
- **অ্যালগরিদম-নির্ভর সুপারিশ (Algorithm-driven Recommendations):** কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক অ্যালগরিদম ব্যবহারকারীর আগ্রহ অনুযায়ী কনটেন্ট দেখিয়ে দীর্ঘ সময় প্ল্যাটফর্মে ধরে রাখে।
- **অসীম স্ক্রলিং (Infinite Scrolling):** শেষহীন কনটেন্ট ফিড ব্যবহারকারীদের স্বাভাবিক বিরতির সুযোগ না দিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে।
- **অটোপ্লে ভিডিও (Autoplay Videos):** ভিডিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকায় ব্যবহারকারীকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই আরও বেশি সময় অনলাইনে থাকতে উৎসাহিত করা হয়।
- **পুশ নোটিফিকেশন (Push Notifications):** বারবার নোটিফিকেশন পাঠিয়ে ব্যবহারকারীদের দিনের বিভিন্ন সময়ে পুনরায় প্ল্যাটফর্মে ফিরিয়ে আনা হয়।
- **ডোপামিন-ভিত্তিক পুরস্কার ব্যবস্থা (Dopamine-based Reward Mechanism):** লাইক, কমেন্ট, শেয়ারসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিক্রিয়া (Social Rewards) মস্তিষ্কে ডোপামিন নিঃসরণ বাড়িয়ে অভ্যাসগত ও বাধ্যতামূলক (Compulsive) ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষায় প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. কারণ-ফল সম্পর্কের অনিশ্চয়তা (Uncertain Causal Relationship)

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির মধ্যে সম্পর্ক দেখানো অধিকাংশ গবেষণাই পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। ফলে সরাসরি কারণ-ফল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের কারণ হতে পারে, তেমনি এর ফলও হতে পারে।

২. সোশ্যাল মিডিয়ার দ্বৈত ভূমিকা (Dual Nature of Social Media)

একদিকে সোশ্যাল মিডিয়া সাইবার বুলিং ও ক্ষতিকর কনটেন্টের ঝুঁকি তৈরি করে, অন্যদিকে এটি শিক্ষা, সমবয়সীদের সহায়তা (Peer Support) এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার তথ্য পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এর ইতিবাচক ভূমিকা উপেক্ষা করে।

৩. বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণের অভাব (Lack of Evidence for Age-Based Bans)

এমন কোনো শক্তিশালী প্রমাণ নেই যে শিশুদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। তাই নীতিনির্ধারণে অনুমানের পরিবর্তে প্রমাণভিত্তিক (Evidence-based) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত।

৪. প্রয়োগ ও প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ (Enforcement and Technological Challenges)

বয়স যাচাই (Age Verification) ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বা VPN ব্যবহার করে শিশুরা সহজেই এই বিধিনিষেধ এড়িয়ে যেতে পারে, ফলে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারিতা কমে যায়।

৫. অনিরাপদ ডিজিটাল পরিসরে স্থানান্তরের ঝুঁকি (Migration to Unsafe Digital Spaces)

প্রধানধারার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশ সীমিত করলে অনেক কিশোর-কিশোরী নিয়ন্ত্রণহীন বা গোপন (Underground) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে পারে, যেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল এবং ঝুঁকি আরও বেশি।

৬. ডিজিটাল অধিকারের ওপর প্রভাব (Impact on Digital Rights)

বয়সভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা শিশুদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং শিক্ষা ও সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগকে সীমিত করতে পারে, যা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সমাজে গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়।

৭. প্ল্যাটফর্ম-কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল (Platform-Centric Business Models)

অধিকাংশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীর কল্যাণের চেয়ে তাদের মনোযোগ (Engagement) ধরে রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়। ফলে ক্ষতিকর কনটেন্ট এবং আসক্তি-সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের ব্যবসায়িক কাঠামোর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)

- ডিজিটাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট (Digital Services Act - DSA)
- সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির অধিকতর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
- ঝুঁকি মূল্যায়নের (Risk Assessment) বাধ্যবাধকতা
- সুপারিশকারী অ্যালগরিদমের (Recommendation Algorithms) স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা

যুক্তরাজ্য (United Kingdom)

- অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট
- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির ওপর 'ডিউটি অব কেয়ার' আরোপ
- শিশু সুরক্ষা-সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা
- শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক তদারকি

প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ করণীয়

১. 'ডিউটি অব কেয়ার' আরও শক্তিশালী করা

সরকারের উচিত সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ওপর আইনগতভাবে **'ডিউটি অব কেয়ার'** আরোপ করা, যাতে শিশুদের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য তারা সরাসরি দায়বদ্ধ থাকে।

২. আসক্তি-সৃষ্টিকারী প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন নিয়ন্ত্রণ করা

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে ইনফিনিট স্ক্রলিং (Infinite Scrolling), অটোপ্লে (Autoplay) **এবং** ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুপারিশকারী অ্যালগরিদম (Personalised Recommendation Algorithms)-এর মতো বৈশিষ্ট্য সীমিত করতে বাধ্য করা উচিত, যা অতিরিক্ত স্ক্রিন টাইমকে উৎসাহিত করে।

৩. কনটেন্ট মডারেশন (Content Moderation) আরও শক্তিশালী করা

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলিকে সক্রিয়ভাবে সাইবার বুলিং, আত্মক্ষতি-সংক্রান্ত কনটেন্ট, শিশু যৌন নির্যাতন-সংক্রান্ত উপাদান (Child Sexual Abuse Material - CSAM) এবং অন্যান্য ক্ষতিকর কনটেন্ট শনাক্ত করে অপসারণ করতে হবে, যাতে তা ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছাতে না পারে।

৪. গোপনীয়তা সুরক্ষা (Privacy Protection) জোরদার করা

শিশুদের জন্য **ন্যূনতম তথ্য সংগ্রহ (Data Minimisation), ডিফল্ট প্রাইভেসি সেটিংস (Default Privacy Settings)** এবং **আচরণভিত্তিক প্রোফাইলিং (Behavioural Profiling)** ও **টার্গেটেড বিজ্ঞাপনের (Targeted Advertising)** ওপর বিধিনিষেধের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী গোপনীয়তা সুরক্ষা নিশ্চিত করা উচিত।

৫. ডিজিটাল সাক্ষরতা (Digital Literacy) বৃদ্ধি করা

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে **ডিজিটাল সাক্ষরতা** অন্তর্ভুক্ত করে শিশুদের **সাইবার নিরাপত্তা, দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণ, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা (Critical Thinking)** এবং **ভুয়ো তথ্য (Misinformation) শনাক্ত করার দক্ষতা** গড়ে তুলতে হবে।

৬. অভিভাবক ও অভিভাবকদের ক্ষমতায়ন (Empowering Parents and Guardians)

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে **স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণ, কনটেন্ট ফিল্টার এবং কার্যকলাপের রিপোর্ট (Activity Reports)**-সহ কার্যকর **প্যারেন্টাল কন্ট্রোল (Parental Control)** ব্যবস্থা প্রদান করতে হবে, যাতে পরিবার শিশুদের ডিজিটাল ব্যবহার যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারে।

৭. ঝুঁকি-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রক কাঠামো (Risk-Based Regulatory Framework) গ্রহণ করা

সোশ্যাল মিডিয়া কে ব্যবহার করতে পারবে তা নিয়ন্ত্রণ করার পরিবর্তে, **প্ল্যাটফর্ম কীভাবে পরিচালিত হবে** তা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। এর জন্য **অ্যালগরিদমিক স্বচ্ছতা (Algorithmic Transparency), শিশু-নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন (Child-safe Design)** এবং **অনলাইন ক্ষতির জন্য প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহিতা** নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

সোশ্যাল মিডিয়া পরিচালনার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত **ব্যবহারকারীদের নয়, বরং প্ল্যাটফর্মগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা**। একটি নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে **জবাবদিহিমূলক প্ল্যাটফর্ম ডিজাইন, শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রমাণভিত্তিক (Evidence-based) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা** গ্রহণ করতে হবে; শুধুমাত্র সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা (Blanket Ban) আরোপ করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

Q. Age-based restrictions on social media are an inadequate solution to the complex challenges posed by digital platforms. Critically examine. 15 Marks

***

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. পরিবেশ

2.1.1. সংরক্ষণের সাফল্য থেকে সংরক্ষণের নিরাপত্তার পথে: এশীয় সিংহের জন্য দ্বিতীয় আবাসস্থলের প্রয়োজন

কেন খবরের শিরোনামে?

ভারতে এশীয় সিংহের সংখ্যা সফলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় **৮৯১-এ** পৌঁছেছে। তবে সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞরা এখনও প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে **২০১৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী** ভৌগোলিকভাবে পৃথক একটি **দ্বিতীয় আবাসস্থল** (Second Population) গড়ে তোলার জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য হলো সম্ভাব্য বৃহৎ বিপর্যয়জনিত ঝুঁকি থেকে প্রজাতিটিকে রক্ষা করা।

ভূমিকা

এশীয় সিংহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও, তাদের দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব এখনও অনিশ্চিত। কারণ, সমগ্র জনসংখ্যা একটি মাত্র আবাসস্থলে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং **জিনগত সংকীর্ণতা** (Genetic Bottleneck)-এর মতো ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়, যা প্রজাতিটির ভবিষ্যৎ টিকে থাকার জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

প্রেক্ষাপট

যদিও এশীয় সিংহের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও তাদের দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব এখনও অনিশ্চিত। কারণ, সমগ্র জনসংখ্যা একটি মাত্র আবাসস্থলে কেন্দ্রীভূত থাকায় রোগের প্রাদুর্ভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং **জিনগত সংকীর্ণতা** (Genetic Bottleneck)-এর ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

সাংবিধানিক ও আইনগত দিক

- **অনুচ্ছেদ ৪৮এ (Article 48A):** রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিনির্দেশক তত্ত্বের (Directive Principles of State Policy) অংশ হিসেবে রাষ্ট্রকে পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়।
- **অনুচ্ছেদ ৫১এ(জি) [Article 51A(g)]:** প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করার দায়িত্ব নির্ধারণ করে।
- **সমবর্তী তালিকা** (Concurrent List): বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয় সরকারের যৌথ আইন প্রণয়নের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যা সমন্বিত ও সহযোগিতামূলক সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে।
- **বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭২ [Wildlife (Protection) Act, 1972]:** ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকা (Protected Areas) প্রতিষ্ঠা এবং বিপন্ন প্রজাতির সুরক্ষার জন্য এটি প্রধান আইনগত কাঠামো প্রদান করে।

জনসংখ্যা পুনরুদ্ধারের তথ্য (Population Recovery Data)

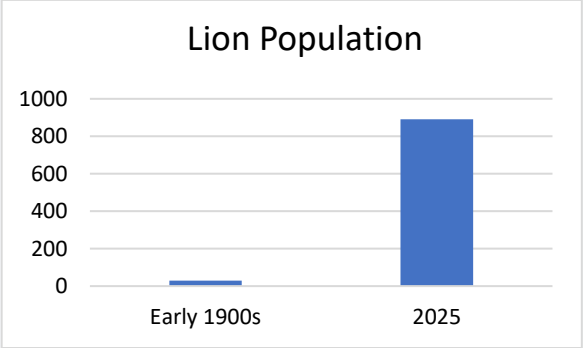

এই সাফল্যের পেছনে প্রধান কারণসমূহ

এশীয় সিংহের জনসংখ্যা পুনরুদ্ধারের এই সাফল্যের পেছনে নিম্নলিখিত কারণগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে—

- **শক্তিশালী আইনগত সুরক্ষা:** বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ এবং সংরক্ষিত অঞ্চলগুলির কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এশীয় সিংহকে শিকার ও আবাসস্থল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।
- **স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ:** স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থানকে উৎসাহিত করেছে এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করেছে।
- **আবাসস্থল সংরক্ষণ:** গির (Gir) বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সিংহের জন্য নিরাপদ ও উপযুক্ত আবাসস্থল নিশ্চিত করা হয়েছে।
- **শিকারবিরোধী কার্যক্রম:** উন্নত নজরদারি, নিয়মিত টহল এবং কঠোর আইন প্রয়োগের ফলে অবৈধ শিকার ও বন্যপ্রাণী-সংক্রান্ত অপরাধ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।
- **খাদ্যভিত্তির উন্নয়ন:** তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি পাওয়ায় সিংহের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত হয়েছে, যা তাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতাকে সহায়তা করেছে।

এশীয় সিংহের জন্য দ্বিতীয় আবাসস্থল কেন প্রয়োজন?

১. একক জনসংখ্যা বিলুপ্তির ঝুঁকি (Risk of Single Population Extinction)

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সমগ্র এশীয় সিংহের জনসংখ্যা গির অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। ফলে একটি মাত্র বড় ধরনের বিপর্যয় (যেমন—মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ব্যাপক বনাগ্নি) পুরো প্রজাতিটির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে। তাই দ্বিতীয় একটি আবাসস্থল গড়ে তুললে এই ঝুঁকি বিভাজিত হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ আরও নিরাপদ হবে।

২. রোগের প্রাদুর্ভাব (Disease Outbreaks)

২০১৮ সালে ক্যানাইন ডিস্টেম্পার ভাইরাস (Canine Distemper Virus-CDV)-এর প্রাদুর্ভাব দেখিয়েছিল যে, একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বসবাসকারী সিংহদের মধ্যে রোগ কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং ব্যাপক প্রাণহানির কারণ হতে পারে। ভৌগোলিকভাবে পৃথক দ্বিতীয় জনসংখ্যা থাকলে একটি মহামারি পুরো প্রজাতিকে একসঙ্গে আক্রান্ত করতে পারবে না।

৩. সীমিত জিনগত বৈচিত্র্য (Limited Genetic Diversity)

বর্তমান এশীয় সিংহের জনসংখ্যা অল্প কয়েকটি জীবিত সিংহ থেকে পুনরুদ্ধার হয়েছে। ফলে তাদের **জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic Diversity)** কম, যা **অন্তঃপ্রজনন (Inbreeding)** এবং রোগের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত স্থানান্তরের (Scientific Translocation) মাধ্যমে দ্বিতীয় জনসংখ্যা গড়ে তোলা হলে দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্যকর জিনগত বৈচিত্র্য বজায় রাখা সম্ভব হবে।

৪. জলবায়ু ও পরিবেশগত ঝুঁকি (Climate and Environmental Risks)

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বনাগ্নি, খরা, তাপপ্রবাহ এবং আবাসস্থলের অবক্ষয়ের মতো ঘটনাগুলি একটি মাত্র আবাসস্থলের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। একাধিক অঞ্চলে সিংহের জনসংখ্যা বিস্তৃত থাকলে তারা এসব পরিবেশগত অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে অধিক সহনশীল হয়ে উঠবে।

৫. বৈজ্ঞানিক সুপারিশ: মেটাপপুলেশন (Metapopulation) পদ্ধতি

সংরক্ষণ বিজ্ঞানীরা **মেটাপপুলেশন (Metapopulation) পদ্ধতির** পক্ষে মত দেন। এই পদ্ধতিতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একাধিক জনসংখ্যাকে একটি সমন্বিত সংরক্ষণ ইউনিট হিসেবে পরিচালনা করা হয়। এর ফলে—

- প্রজাতির বিলুপ্তির ঝুঁকি কমে;
- বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে জিনগত আদান-প্রদান (Genetic Exchange) সম্ভব হয়; এবং
- দীর্ঘমেয়াদে প্রজাতির পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা (Ecological Resilience) আরও শক্তিশালী হয়।

কেন কুনো জাতীয় উদ্যান (Kuno National Park)?

১. উপযুক্ত আবাসস্থল (Suitable Habitat)

কুনো জাতীয় উদ্যানের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য গির (Gir) অঞ্চলের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। ফলে এটি মুক্তভাবে বিচরণকারী (Free-ranging) এশীয় সিংহের জনসংখ্যা টিকিয়ে রাখার জন্য একটি উপযুক্ত আবাসস্থল।

২. পর্যাপ্ত খাদ্যভিত্তি (Adequate Prey Base)

উদ্যানটিতে তৃণভোজী প্রাণীর সুস্থ ও পর্যাপ্ত জনসংখ্যা রয়েছে, যা সিংহের জন্য দীর্ঘমেয়াদে পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করতে সক্ষম।

৩. বিস্তৃত বনভূমি (Large Forest Landscape)

কুনোর বিস্তৃত ও সংযুক্ত বনাঞ্চল সিংহের বিচরণ, এলাকা নির্ধারণ (Territorial Movement), প্রজনন এবং দীর্ঘমেয়াদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত স্থান প্রদান করে।

৪. গ্রাম পুনর্বাসন সম্পন্ন (Villages Relocated)

উদ্যান এলাকার একাধিক গ্রামের পুনর্বাসনের ফলে মানুষের হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং বন্যপ্রাণীর জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ আবাসস্থল তৈরি হয়েছে।

৫. আবাসস্থলের পুনরুদ্ধার সম্পন্ন (Habitat Restoration Completed)

বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত আবাসস্থল উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধার কর্মসূচির মাধ্যমে কুনোর পরিবেশগত উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা সিংহ পুনঃপ্রবর্তনের (Lion Reintroduction) জন্য অনুকূল।

৬. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Long-term Management Planning)

দ্বিতীয় এশীয় সিংহ জনসংখ্যা সফলভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য কুনো জাতীয় উদ্যানকে সমন্বিত সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ (Monitoring) এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে।

এশিয়ার সিংহের জন্য দ্বিতীয় আবাসস্থল গড়ে তোলার প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

১. রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও আঞ্চলিক পরিচয়ের প্রশ্ন (Political Resistance and Regional Identity)

গুজরাট এশীয় সিংহ সংরক্ষণের সাফল্যকে নিজেদের গৌরবের প্রতীক হিসেবে দেখে। ফলে রাজ্যের বাইরে সিংহ স্থানান্তর করলে এই সংরক্ষণ-পরিচয় (Conservation Identity) ক্ষুণ্ণ হতে পারে—এমন আশঙ্কা থেকে স্থানান্তর প্রকল্পের প্রতি রাজনৈতিক প্রতিরোধ দেখা দিয়েছে।

২. কেন্দ্র–রাজ্য সমন্বয় ও সমবায়মূলক শাসনের চ্যালেঞ্জ (Centre–State Coordination and Federal Challenges)

বন ও বন্যপ্রাণী **সমবর্তী তালিকার (Concurrent List)** বিষয় হওয়ায় কেন্দ্র ও রাজ্য—উভয়ের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কিন্তু দুই পক্ষের মতপার্থক্যের কারণে দীর্ঘদিন ধরে ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

৩. বিজ্ঞান, বিচারব্যবস্থা ও নীতিনির্ধারণের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি (Gap Between Science, Judiciary and Policy)

সংরক্ষণ বিজ্ঞানীদের সুপারিশ এবং **২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ** থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিবেচনা প্রাধান্য পাওয়ায় বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক (Evidence-based) সিংহ স্থানান্তর প্রকল্প কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

৪. আবাসস্থলের উপযোগিতা ও স্থান নির্বাচন (Habitat Suitability and Site Selection)

বিকল্প আবাসস্থলগুলির পরিবেশগত উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। পাশাপাশি **বারদা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (Barda Wildlife Sanctuary)**-এর মতো নিকটবর্তী স্থানগুলির সীমাবদ্ধতার কারণে সত্যিকার অর্থে নিরাপদ ও টেকসই দ্বিতীয় আবাসস্থল নির্বাচন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. পরিবেশগত ও বাস্তবায়ন-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ (Ecological and Operational Challenges)

সিংহ স্থানান্তর একটি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর জন্য কার্যকর আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, রোগ পর্যবেক্ষণ (Disease Surveillance) এবং নতুন পরিবেশে স্থানান্তরিত সিংহের সফল অভিযোজন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. মানবিক দিক ও মানুষ–বন্যপ্রাণী সংঘাত ব্যবস্থাপনা (Human Dimensions and Conflict Management)

সম্ভাব্য **মানুষ–বন্যপ্রাণী সংঘাত (Human–Wildlife Conflict)**, আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের জটিলতা এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা—দ্বিতীয় এশীয় সিংহ জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

সুপ্রিম কোর্টের রায় (২০১৩): গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

- **সংরক্ষণ কার্যক্রম বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া উচিত:** বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক স্বার্থের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং পরিবেশগত নীতির (Ecological Principles) ভিত্তিতে গ্রহণ করতে হবে।
- **এশীয় সিংহ জাতীয় ঐতিহ্য, কোনো একক রাজ্যের সম্পত্তি নয়:** সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যে, এশীয় সিংহ সমগ্র দেশের জাতীয় ঐতিহ্য। তাই এদের সংরক্ষণ কেবল একটি রাজ্যের নয়, বরং সমগ্র জাতির সম্মিলিত দায়িত্ব।
- **দ্বিতীয় মুক্ত বিচরণকারী (Free-ranging) জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য:** ভৌগোলিকভাবে পৃথক একটি দ্বিতীয় সিংহ জনসংখ্যা গড়ে তোলা বিলুপ্তির ঝুঁকি কমাতে এবং প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে অত্যন্ত জরুরি।
- **বিলম্ব বিলুপ্তির ঝুঁকি বাড়াবে:** সিংহ স্থানান্তর (Translocation) প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা প্রজাতিটিকে রোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য আকস্মিক বিপর্যয়ের প্রতি আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে।

করণীয় (Way Forward)

১. বৈজ্ঞানিকভাবে সিংহ স্থানান্তর বাস্তবায়ন (Implement Scientific Translocation)

সুপ্রিম কোর্টের ২০১৩ সালের নির্দেশ কার্যকর করে **কুনো জাতীয় উদ্যান**কে দ্বিতীয় মুক্ত বিচরণকারী আবাসস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও উপযুক্ত বনাঞ্চলকে ধাপে ধাপে উন্নয়ন করে প্রজাতিটির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা (Resilience) বৃদ্ধি করতে হবে।

২. সমবায়মূলক পরিবেশ শাসন (Cooperative Environmental Governance) শক্তিশালী করা

বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ (Evidence-based Policymaking), স্বাধীন বৈজ্ঞানিক তদারকি এবং নির্দিষ্ট সময়সীমাভিত্তিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জোরদার করতে হবে।

৩. অভিযোজনভিত্তিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা (Adopt Adaptive Scientific Management)

রেডিও-কলার ট্র্যাকিং (Radio-collar Tracking), **GIS-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ**, এবং নিয়মিত জিনগত বৈচিত্র্য মূল্যায়নের মতো আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সিংহের জনসংখ্যার দীর্ঘমেয়াদি টেকসইতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. শক্তিশালী বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা (Build a Robust Wildlife Health System)

সমন্বিত রোগ পর্যবেক্ষণ (Disease Surveillance), উন্নত পশুচিকিৎসা অবকাঠামো এবং আগাম সতর্কীকরণ (Early Warning) ও জরুরি প্রতিক্রিয়া (Emergency Response) ব্যবস্থা গড়ে তুলে বন্যপ্রাণীর মহামারি প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করতে হবে।

৫. জনগণকেন্দ্রিক সংরক্ষণ (Promote Community-Centred Conservation)

ইকো-ট্যুরিজম, সুবিধা ভাগাভাগি (Benefit Sharing), বন্যপ্রাণীর কারণে ক্ষয়ক্ষতির ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং সংরক্ষণ কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সংরক্ষণকে আরও টেকসই করতে হবে।

৬. জাতীয় মেটাপপুলেশন (Metapopulation) কৌশল প্রণয়ন

দেশের বিভিন্ন উপযুক্ত আবাসস্থলে ভৌগোলিকভাবে পৃথক কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে সমন্বিত একাধিক এশীয় সিংহ জনসংখ্যা গড়ে তুলতে হবে, যাতে বিলুপ্তির ঝুঁকি কমে এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রজাতিটির পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতা নিশ্চিত হয়।

উপসংহার

এশীয় সিংহ সংরক্ষণের বর্তমান সাফল্যকে এখন **দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত স্থিতিস্থাপকতায় (Ecological Resilience)** রূপান্তরিত করতে হবে। সে জন্য ভৌগোলিকভাবে পৃথক একটি দ্বিতীয় সিংহ জনসংখ্যা প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য। বিজ্ঞানভিত্তিক সংরক্ষণ নীতি এবং **সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Cooperative Federalism)**-র মাধ্যমে বিলুপ্তির ঝুঁকি হ্রাস করে ভারতের এই জাতীয় ঐতিহ্যের নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

Q. Successful species recovery requires ecological resilience rather than mere population growth. In the context of the Asiatic lion, examine why establishing geographically separated populations is essential for long-term biodiversity conservation. 15 Marks

2.1.2. উন্নয়ন বনাম পরিবেশ: ওয়ায়ানাদে মেগা-প্রকল্পগুলিকে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন

প্রেক্ষাপট

৭ জুলাই, কেরালার **ওয়ায়ানাড়ের কাল্লাডি (Kalladi) টুইন-টানেল নির্মাণস্থলে** ধ্বংসাবশেষ (Debris) ধসে **ছয়জনের মৃত্যু** হয়। এই ঘটনার পর পরিবেশগত বিধি মেনে চলা হয়েছে কি না এবং দুর্যোগের ভূ-আকৃতিগত (Geomorphological) কারণগুলি তদন্তের স্বার্থে **কেরল সরকার প্রকল্পটি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে।**

ভূমিকা

ওয়ায়ানাদে বারবার ভূমিধসের ঘটনা **পশ্চিমঘাটের (Western Ghats) মারাত্মক পরিবেশগত ভঙ্গুরতা** তুলে ধরে। ধারাবাহিক এই দুর্যোগগুলি দেখায় যে, এমন সংবেদনশীল পার্বত্য অঞ্চলে **অপরিকল্পিত অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ** কতটা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই উন্নয়নের পাশাপাশি **জলবায়ু-সহনশীল (Climate-resilient) পরিকল্পনা** এবং কঠোর পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।

ওয়ায়ানাদের ভূমিকম্পীয় অঞ্চল (Seismic Zone)

- **ভারতীয় মান নির্ধারণ ব্যুরো** (BIS)-এর ভূমিকম্প অঞ্চল মানচিত্র অনুযায়ী, **ওয়ায়ানাড় সিসমিক জোন–III**-এর অন্তর্গত, যেখানে **মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকি** রয়েছে।
- যদিও এই অঞ্চলে ভূমিধসের প্রধান কারণ ভূমিকম্প নয়, তবে **সামান্য ভূকম্পন, অতিবৃষ্টি** এবং **খাড়া ঢাল** একত্রে ভূমিধসের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- তাই এই অঞ্চলের সব ধরনের অবকাঠামো নির্মাণে **ভূমিকম্প-সহনশীল নির্মাণনীতি** অনুসরণ এবং **কঠোর ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা** (Land-use Planning) বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

ওয়ায়ানাদে ভূমিধসের কারণ কী?

- **অত্যধিক বৃষ্টিপাত:** টানা মৌসুমি ভারী বৃষ্টির ফলে মাটি সম্পূর্ণভাবে জলসিক্ত হয়ে **ছিদ্রজল চাপ** (Pore Pressure) বৃদ্ধি পায়, যা ঢালের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে ভূমিধসের সৃষ্টি করে।
- **ভঙ্গুর ভূতাত্ত্বিক গঠন ও খাড়া ভূপ্রকৃতি:** গভীরভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলা এবং খাড়া ঢাল প্রাকৃতিকভাবেই প্রবল বৃষ্টির সময় সহজে ধসে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।
- **বন উজাড়:** প্রাকৃতিক বনভূমি ধ্বংসের ফলে মাটির দৃঢ়তা কমে গেছে, যার ফলে ঢালগুলি আরও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে।
- **অপরিকল্পিত উন্নয়ন:** টানেল নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছাড়া পাহাড় কাটা প্রাকৃতিক ভূ-স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে।
- **জলবায়ু পরিবর্তন:** স্বল্প সময়ে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়েছে।
- **অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা:** দুর্বল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে বৃষ্টির জল জমে মাটির ওজন বৃদ্ধি পায় এবং ঢালের স্থিতিশীলতা দ্রুত নষ্ট হয়।

দুর্যোগের প্রভাব

- **প্রাণহানি ও বাস্তুচ্যুতি:** এই দুর্যোগে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে, কারণ বহু বাড়ি ধ্বংস হয়েছে বা বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।
- **অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি:** রাস্তা, সেতু, বিদ্যুৎ লাইন এবং পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাসহ গুরুত্বপূর্ণ জনপরিকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- **কৃষি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি:** কফি, চা ও মসলার বাগান কাদা ও ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ায় স্থানীয় কৃষি অর্থনীতি এবং পর্যটন শিল্পে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে।
- **পরিবেশগত অবক্ষয়:** ভূমিধসের ফলে মাটির ক্ষয়, নদীতে পলি জমা, বনভূমি ধ্বংস এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হয়েছে।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত:** রাস্তা ভেঙে পড়ায় বহু গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার ফলে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে বিলম্ব ঘটে।

গাডগিল ও কস্তুরীরঙ্গন কমিটির সুপারিশ

- **গাডগিল কমিটি (২০১১):** সমগ্র পশ্চিমঘাটকে **তিনটি পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চল** (Ecologically Sensitive Zones–ESZs)-এ ভাগ করার সুপারিশ করে। কমিটি **খনন, পাথর খাদান** (Quarrying) এবং বৃহৎ নির্মাণকাজে কঠোর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি বিকেন্দ্রীভূত ও পরিবেশবান্ধব শাসনব্যবস্থার ওপর জোর দেয়।
- **কস্তুরীরঙ্গন কমিটি (২০১৩):** গাডগিল কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য গঠিত এই কমিটি তুলনামূলকভাবে উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এটি **পশ্চিমঘাটের মাত্র ৩৭% এলাকাকে পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকা** (Ecologically

Sensitive Areas–ESAs) হিসেবে ঘোষণার সুপারিশ করে। ESAs-এ খনন নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি অ-সংবেদনশীল অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হয়।

করণীয়

- **প্রারম্ভিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (Early Warning System–EWS) শক্তিশালী করা:** স্বয়ংক্রিয় বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, ইনক্লিনোমিটার এবং অ্যাকোস্টিক সেন্সরের সাহায্যে স্থানীয় পর্যায়ে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
- **বৈজ্ঞানিক ভূমি-ব্যবহার পরিকল্পনা:** ভূমিধস-প্রবণ এলাকায় ভারী অবকাঠামো নির্মাণ ও বসতি স্থাপনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।
- **পরিবেশগত পুনরুদ্ধার:** বিদ্যমান বনভূমি সংরক্ষণ এবং **বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং (Bio-engineering)** প্রযুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ঢালগুলিকে প্রাকৃতিক ও প্রকৌশলগতভাবে স্থিতিশীল করতে হবে।
- **উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ:** পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে পাথর খাদান, অবৈজ্ঞানিক পাহাড় কাটা এবং অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং **পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (Environmental Impact Assessment–EIA)** কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **কমিটিগুলির সুপারিশ বাস্তবায়ন:** গাডগিল ও কস্তুরীরঙ্গন কমিটির টেকসই উন্নয়ন-সংক্রান্তs মূল সুপারিশগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- **নিকাশি অবকাঠামো উন্নত করা:** পাহাড়ি অঞ্চলে দুর্যোগ-সহনশীল নির্মাণ কৌশল অনুসরণ এবং কার্যকর নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলে জল জমা রোধ করতে হবে।

উপসংহার

ওয়ায়ানাড়ের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রমাণ করে যে **উন্নয়ন কখনোই পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে হতে পারে না।** মানবজীবন এবং **পশ্চিমঘাটের** মতো অমূল্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য কেবল দুর্যোগের পর প্রতিক্রিয়া জানানো নয়, বরং **বৈজ্ঞানিক, টেকসই ও জলবায়ু-সহনশীল পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধের সংস্কৃতি** গড়ে তোলাই ভবিষ্যতের পথ।

Q. Describe the various causes and the effects of landslides. Mention components of the important components of National Landslide Risk Management strategy. 15 Marks

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

Click here to watch this video